গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

স্মারক নং- ৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০১.২০১৯- ১৭৬

তারিখ : ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬
১০ জুন ২০১৯

বিষয় : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২৮ মে ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১৮.০৬.২০১৯ তারিখের মধ্যে হার্ডকপি সরাসরি ও সফট কপি (Nikosh font ১৩ সাইজে) ই-মেইল (admin3@ssd.gov.bd) প্রশাসন-৩ অধিশাখায় প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত : সভার কার্যবিবরণী

১০.০৬.১৯
মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব
ফোন #:+৮৮০ ৪৭১২৪৩৫৯
ই-মেইল : admin3@ssd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

সুরক্ষা সেবা বিভাগ :

১৯. অতিরিক্ত সচিব ....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
২০. যুগ্মসচিব ....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
২১. উপসচিব ....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
২২. উপপ্রধান(পরিকল্পনা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
২৩. সিনিয়র সহকারী সচিব ....(সকল),সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
২৪. সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা-১), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
২৫. সহকারী প্রধান(পরিকল্পনা-২), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
২৬. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার অনুরোধসহ; এবং
২৭. সহকারী সচিব.................(সকল),সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

অধিদপ্তরসমূহ :

১. মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা;
২. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা;
৩. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা; এবং
৪. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এজিবি ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা;

অনুলিপি :

১. সচিব-এর একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১০২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির এপ্রিল, ২০১৯-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ শহিদুজ্জামান, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময় : ২৮ মে ২০১৯, বেলা ১১.৩০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা : পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট চলমান প্রকল্পসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গুণগতমান বজায় রেখে যথাসময়ে, সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। এরপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করার জন্য অতিরিক্ত উপসচিব (প্রশাসন-৩) কে অনুরোধ করেন; উপসচিব (প্রশাসন-৩) সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

২। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :

	আলোচ্যসূচি	সিদ্ধান্ত	মন্তব্য
২.১	গত সভার (মার্চ, ২০১৯) কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ	মার্চ, ২০১৯ সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	

ক্র.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১	**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর :** **২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ :**		
	নির্দেশনা-১ : আন্ত: সংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে, মাদকবিরোধী প্রচারণা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি/পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সক্ষমতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে 'Modernisation of DNC' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।	• ৬৯টি মাদকবিরোধী টিভিফিলার বিভিন্ন জনবহুল স্থানে নিয়মিত প্রদর্শন করা হচ্ছে। গত অর্থবছরে ৩টি টিভিসি ১০টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে। ২০১৯ সালে নতুন করে ৫টি টিভিফিলার তৈরির কার্যক্রম চলমান। এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • মাদকবিরোধী বিলবোর্ড, সাইনবোর্ড, পোস্টার, ফেস্টুন ও লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমে ঢাকা শহরের নীলক্ষেত মোড়ের মত অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে যেসব স্থানে, জনসমাবেশ বেশি হয় সেসব স্থানে LED স্থাপন করা, প্রচারণামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা; • ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২০টি LED Billboard এবং ১৯৮টি Kiosk ক্রয় করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলো কোন কোন স্থানে স্থাপন করা হচ্ছে/হবে তার তালিকা প্রেরণ করা; • ঈদ উল ফিতরের পরে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর উপস্থিতিতে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে বিভাগীয় পর্যায়ে মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ-আয়োজন করা এবং ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • এপ্রিল, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৩০ হাজার ৩৪৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠিত হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটিগুলোর কার্যক্রম কার্যপরিধি (TOR) অনুযায়ী পরিচালনা করা হচ্ছে কিনা তা মনিটর করা; • এপ্রিল, ২০১৯-এ মাসে ৪৭৭৭টি অভিযান পরিচালনা	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**

	করে ১২০৮ জন আসামির বিরুদ্ধে ১১৫০টি মামলা দায়ের করা হয়। চলমান মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখা;	
নির্দেশনা-২ : মাদকাসক্তদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ট্রেনিং সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করাসহ পর্যায়ক্রমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে।	• বিভাগীয় শহরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপনের অনুমোদিত ডিপিপি'র প্রেক্ষিতে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক সুবিধাসহ সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রেখে ডিপিপি অনুমোদন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা; • সরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্ত রোগিদের চিকিৎসার জন্য ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যার মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের ডিপিপি দ্রুত প্রণয়ন করা; • বৃহত্তর জেলাসহ মাদকপ্রবণ জেলাসমূহে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ন করা; • অবশিষ্ট জেলাসমূহে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ বিষয়ে দ্রুত কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; • বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহেও আর্থিক অনুদান প্রদানের বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রস্তুত করতে হবে। এছাড়া এ খাতে কোড সৃষ্টি করে অর্থ বরাদ্দ রাখার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করতে হবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এ বিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে। • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রকল্পের কাজসমূহ যথাযথভাবে সমন্বয় ও কাজের গতিশীলতার স্বার্থে অধিদপ্তরের সাবেক প্রকল্প পরিচালক জনাব মাহমুদ কবীরকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রকল্প পরিচালক পদে পুনরায় ফেরত আনার জন্য সচিব এর স্বাক্ষরে আধা সরকারি পত্র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৩ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।	• মাদক নির্মূলে বিশেষায়িত জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জন্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি প্রশিক্ষণ একাডেমির ডিপিপি প্রণয়ন চলমান। এ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৪ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।	• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কারা অধিদপ্তর এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর যৌথ সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহের প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য এ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**

২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ :

নির্দেশনা-১ : সোনা /মাদক/অস্ত্র/ শিশু ও মানবপাচার এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা।	• মাদকের বিরুদ্ধে গত ৩ মাসে ১৩৩৭৪টি পরিচালনা করা হয়েছে। টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং গত ৩(তিন) মাসের পরিচালিত অভিযানের সাথে বিবেচ্য মাসের অভিযানের তুলনামূলক বিবরণী উপস্থাপন করা; • প্রতি মাসে সিসা বারসমূহে টাস্কফোর্সের অভিযান অব্যাহত রাখা;	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-২ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা / কর্মচারীগণের দাবিকৃত রেশন ও ভাতার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে	বাস্তবায়িত	

	নির্দেশনা-৩ : এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদক দ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনা।	• মার্চ, ২০১৯ এ ৫৪টি এনজিও পরিচালিত নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৪ : ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।	• মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ডিসি-ডিএম সভায় এজেন্ডা অনুযায়ী নিয়মিতভাবে তথ্য প্রদান ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-**৫** : **মাদক**দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ	বাস্তবায়িত	
২.২	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর** **২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ :**		
	নির্দেশনা-১ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।	• ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত ডিপিপি অনুমোদনে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা;	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২ : গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে লোকবলের সংস্থান রাখতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই উহা চালু করা যায়।	• ১ (এক) মাসের মধ্যে প্রকল্প প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৩ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।	• অনুমোদনের জন্য প্রেরিত ডিপিপি বিষয়ে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা;	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৪ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে।	• সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধনের মাধ্যমে বিদ্যমান পদসমূহের নাম ও গ্রেড পরিবর্তনের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি সুনির্দিষ্ট আকারে এ বিভাগে প্রেরণ করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৫ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করতে হবে; যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	• প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীদের সমন্বয়ে স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন এর বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে দুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে; • যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে তা সমন্বয়সাধনপূর্বক মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সাথে সমন্বয় করে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**

১০৮

২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ :

নির্দেশনা-১ : নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	• ৫৬ প্রকার সরঞ্জাম সংগ্রহের সংস্থান রয়েছে। এর মধ্যে ৪৯ প্রকার সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবশিষ্ট ৭ প্রকার সরঞ্জাম সংগ্রহের নিমিত্তে ৩ প্রকার সরঞ্জাম এর চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪ প্রকার সরঞ্জাম সংগ্রহের পুন: দরপত্রের মূল্যায়ন যথাযথভাবে সম্পন্ন করা এবং সরঞ্জামাদি দ্রুত সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
নির্দেশনা-২ : বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলা এবং শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে দুর্যোগ প্রবণ উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং একই প্রকৃতির এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানোগ্রামে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্তকরণ।	• উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন সুরক্ষা সেবা বিভাগ সংশ্লিষ্ট নয়। • জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২৮.১০.১৮ তারিখে বন্যা-দুর্যোগ প্রবণ জেলায় একটি করে ডুবুরি ইউনিট স্থাপনের লক্ষ্যে ২৫৬টি পদ সৃজনের সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। সম্মতির জন্য এ প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রাখা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।

প্রতিশ্রুতিসমূহ :

প্রতিশ্রুতি-১ : মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন।	• মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৩০% সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ দ্রুত শেষ করে চালু করার ব্যবস্থা করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
প্রতিশ্রুতি-২ : সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন।	• চৌহালী উপজেলার প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্নের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
প্রতিশ্রুতি-৩ : ত্রিশাল উপজেলায় গৌরিপুর ও নান্দাইল স্টেশন স্থাপন।	• ত্রিশাল- বাস্তবায়িত • নান্দাইল- বাস্তবায়িত • গৌরিপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৫০% সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ দ্রুত শেষ করে চালু করার ব্যবস্থা করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
প্রতিশ্রুতি-৪ : সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ।	• ধর্মপাশা উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৪৫% সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ দ্রুত শেষ করে চালু করার ব্যবস্থা করা। • জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রেখে দোয়ারা বাজার উপজেলায় জমি অধিগ্রহণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা। • তাহিরপুর উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের জন্য জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা থাকায় বিকল্প জমি চিহ্নিত করে পূর্ণাংগ অধিগ্রহণ প্রস্তাব ২২.০৩.১৮ তারিখে জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ সমীপে প্রেরণ করা হয়েছে। দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রেখে অধিগ্রহণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
প্রতিশ্রুতি-৫ : বরগুনা জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।	• তালতলী উপজেলার ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৩০% সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ দ্রুত শেষ করে চালু করার ব্যবস্থা করা। • বেতাগী ও বামনা-বাস্তবায়িত	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।

	প্রতিশ্রুতি-৬ : চাঁদপুর জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।	• চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর ফায়ার স্টেশনের নির্মাণকাজ দ্রুত শুরু করা; • চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার স্টেশন বাস্তবায়নাধীন ২৫ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাব একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। জেলা প্রশাসক চাঁদপুর এর সাথে যোগাযোগ করে জমি অধিগ্রহণ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৭ : কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন প্রসঙ্গে।	• রৌমারী (কর্তৃমারী) উপজেলা ফায়ার স্টেশনটি ০১.১১.১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত। জনবল সৃজন অনুমোদিত, নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। নিয়োগ কাজ সম্পন্ন করে স্টেশনটি দ্রুত চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা; • রাজিবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত পূর্তকাজ ৭০% সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ দ্রুত শেষ করে চালু করার ব্যবস্থা করা; • ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী জেলা প্রশাসক কুড়িগ্রাম অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রেখে অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা; • ফুলবাড়ী উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত পূর্তকাজ ৬৭% সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ দ্রুত শেষ করে চালু করার ব্যবস্থা করা; • রাজারহাট উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত পূর্তকাজ ৫০% সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ দ্রুত শেষ করে চালু করার ব্যবস্থা করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	• প্রতিশ্রুতি-৮: টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর ফায়ার **স্টেশন** এর পুর্ণাঙ্গ অফিস স্থাপন	• গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত পূর্তকাজ ১৫% সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ দ্রুত শেষ করে চালু করার ব্যবস্থা করা।	
	• প্রতিশ্রুতি-৯: নারায়ণগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনগুলো আধুনি**কীকরণ** করা	বাস্তবায়িত	
২.৩	**কারা অধিদপ্তর :** **২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ :**		
	নির্দেশনা-১ : কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করাসহ বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	• কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলমান প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন এবং নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে এ বিভাগে প্রস্তাবনা প্রেরণ করতে হবে; • বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে একটি Concept পেপার/কৌশল পত্র প্রস্তুতপূর্বক দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করা;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২ : কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।	• কারা অধিদপ্তর এবং কারাগারসমূহের জন্য অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়ের বিষয়ে ২৮.০৫.১৯ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ি পরবর্তী কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৩ : কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।	• কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে ৫৬৮ কোটি ৩৭ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, কেরাণীগঞ্জ' নির্মাণ প্রকল্পটি দ্রুত অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**

নির্দেশনা-৪ : কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্প সৃজন ও নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	• স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উভয় বিভাগে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং এ ইউনিট গঠন সংক্রান্তে একটি Concept পেপার প্রস্তুতপূর্বক দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে ; • এ সিদ্ধান্তটি দ্রুত বাস্তবায়নে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং কারা অধিদপ্তরের প্রধানগণকে নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে বৈঠক করার আয়োজন করা। • বিসিএস স্বাস্থ্য থেকে নন ক্যাডার হিসেবে নিয়োগ দিয়ে কারা হাসপাতাল এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক এর শুন্যপদ পূরণ করা যায় কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রস্তাব প্রেরণ করা।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ :		
নির্দেশনা-১ : বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদন্ড প্রদত্ত আদেশগুলো দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা।	• উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করার লক্ষ্যে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। • এতদ্বিষয়ে গঠিত কমিটির সভা যথাসময়ে অনুষ্ঠান করা, সভার সিদ্ধান্তসমূহ সচিবকে অবহিত করা এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণে আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে দেখা করে দ্রুত পরবর্তী কার্যক্রম সম্পন্ন করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান/কমিটি
নির্দেশনা-২: কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর পুরাতন কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০১-১১-২০১৮ তারিখে প্রকল্পের নির্মাণকাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে)।	• পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এডিপিতে ৯০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে দ্রুত যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান/প্রকল্প পরিচালক।
নির্দেশনা-৩ : কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	• কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
নির্দেশনা-৪ : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গা হতে কম্বল কারখানা সরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জায়গা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখতে হবে।	• ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গা হতে কম্বল কারখানা সরানোর বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে জরুরিভিত্তিতে সভার আয়োজন করতে হবে।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
প্রতিশ্রুতিসমূহ :		
প্রতিশ্রুতি-১ : বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা	• বাস্তবায়িত। • কারাগারে আটক কয়েদি বন্দিদের শ্রমে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে লভ্যাংশের ৫০ ভাগ সংশ্লিষ্ট কয়েদিকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদানের জন্য ৩২১১১০৯ শ্রমিক মজুরি' খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ব্যয় করার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ২৭টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে উৎপাদন কার্যক্রম চালু আছে। তন্মধ্যে ২৪টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে সংশ্লিষ্ট কয়েদি বন্দিদের পারিশ্রমিক প্রদান করা হচ্ছে। অবশিষ্ট ৩টি জেলা কারাগারে (নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও হবিগঞ্জ) কয়েদি বন্দিদের দ্রুত পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থা করা। • বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে মজুরি কোন সিস্টেমে, কিভাবে দেয়া হয়, ইতোপূর্বে কতজনকে	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।

	দেয়া হয়েছে? কোন নীতিমালা করা হয়েছে কি-না? ইত্যাদি বিষয় সচিবকে অবহিত করতে হবে।	
প্রতিশ্রুতি-২ : কারা কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুল বাস প্রদান করা হবে, প্রয়োজনে নতুন স্কুল নির্মাণ।	• স্কুলবাস ক্রয়ের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্নের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৩: সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তা সংখ্যাসহ কারা বিভাগের জনবল বৃদ্ধিকরণ।	• কারা অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তপূর্বক দ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৪: কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং ঢাকায় কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠাকরণ।	• নির্দেশনা-৩ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৫: কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন	• যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত ডিপিপি পুনর্গঠন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৬ : কারারক্ষীদের বিশেষ করে মহিলা কারারক্ষীদের থাকার ভাল ব্যবস্থা করতে হবে।	• মহিলা কারারক্ষীদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিতকল্পে গৃহীত প্রকর্পের ৮০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাণকাজের গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৭ : কারাগারকে বন্দিশালা নয় শোধনাগারে পরিবর্তন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	কারাগারকে বন্দিশালা নয় শোধনাগারে পরিবর্তন করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা: • কারাগারকে মাদকমুক্ত করতে কারাগারে যেন কোনভাবেই মাদক প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে সক্রিয় পদক্ষেপ নেয়া, ডিজি, ডিএনসি এর সহায়তা গ্রহণ করা এবং মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য মাদকবিরোধী উদ্‌বুদ্ধকরণ কর্মসূচির আয়োজন করা; • কারাগারগুলোতে বন্দিদের মোবাইল ব্যবহার বন্ধ করা; • বন্দিদের জীবনে শৃংখলা আনয়ন, চারিত্রিক সংশোধন, আত্মবিশ্বাসী করে তোলা, মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ এবং পুনঃঅপরাধ রোধকল্পে কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি' নির্মাণ প্রকল্পের কাজ দ্রুত আরম্ভ করা; • বন্দিদের কাউন্সিলিং-এর জন্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পদায়নের ব্যবস্থা করা; • কারা বন্দিদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে টেলিফোনে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে মোবাইল ফোন বুথ স্থাপন করে গৃহীত পাইলট প্রজেক্ট স্বজন গত ২৮.০৩.১৮ তারিখে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে।দেশের সকল কারাগার মোবাইল বুথ স্থাপনের জন্য ৪৯৯৭.৬৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা; -	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৮ : বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে।	• কারাগারে আটক বন্দিদের কম্পিউটারসহ ৩৮টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ 'কারাবন্দি প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন স্কুল' স্থাপনসহ প্রস্তুতকৃত হস্তশিল্পজাত সামগ্রী প্রদর্শন ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে 'কেন্দ্রীয় বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে। ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**

	প্রতিশ্রুতি-৯: কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অত্যাধুনিকরণ করা হবে।	আংশিক বাস্তবায়িত। • ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগের ৩২ কারাগারের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা; • কারা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য ১৫০ কোটি টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৬টি কারাগারের নতুন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে এ বিভাগে প্রেরণ করা; • কারা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য গৃহীত প্রকল্পে মাদকদ্রব্য সনাক্তকরণ যন্ত্রপাতির সংস্থান রাখা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-**১০** : কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণে মর্যাদার সামঞ্জস্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	• কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ মর্যাদা নির্ধারণ করে কারা অধিদপ্তর (কর্মকর্তা/কর্মচারী) খসড়া নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্ত করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে দ্রুত প্রেরণ করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-**১১ :** বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জুন ২০১৫ এর মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাভ্যন্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং জনসাধারণের জন্য মনোরম পার্ক নির্মাণ এবং কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের কল্যাণে বহুতল পার্কিং সিনেপ্লেক্স, ফুডকোর্ট, সুইমিংপুল, ফিটনেস সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার সুবিধাসহ কারাকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ।	• আংশিক বাস্তবায়িত। • 'ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধন)' শীর্ষক প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম দ্রুত আরম্ভ করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-**১২** : **কারাগারে বন্দিদের আত্মীয় স্বজনের সাথে টেলিফোনে কথা বলার জন্য** প্রিজন লিংক স্থাপন করা।	• ০৫.১২.১৮ তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি'র উপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
২.৪	**ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :** **২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ :**		
	নির্দেশনা-১ : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে। ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) চালু করা হবে।	• ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণের লক্ষ্যে নতুন স্থান নির্বাচন করা এবং এতৎবিষয়ে দ্রুত প্রকল্প গ্রহণ করা; • ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা; • ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) সংক্রান্ত প্রকল্প দ্রুত গ্রহণ করে তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২ : পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মচারীদের কর্মস্থলে পদায়নের পূর্বে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে।	• নবনিয়োগকৃত ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মচারীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক তাদের পদায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**

	নির্দেশনা-৩ : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।	• প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের ডিপিপির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**

৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ শহিদুজ্জামান)
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ